সূচীপত্র :

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতা : Bengali M.A. 2nd Semester
[ Jan, 2020 to June, 2020] - এর
ছাত্রছাত্রীদের জন্য।

Scanned with CamScan

(1) D

# অবিশ্বাসী কবি যতীন্দ্রনাথ : শশিভূষণ দাশগুপ্ত

"যতীন্দ্রনাথ আজন্ম অবিশ্বাসী কবি। আজন্ম কথাটায় হয়ত কিছু আপত্তি উঠিতে পারে, কারণ কবির কবি জীবনে 'সায়ম' হইতে একটু সুর পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে পরিবর্তনও অবিশ্বাসীকে বিশ্বাসী করিয়া তুলিতে পারে নাই; শুধু পার্থক্য এইখানে, প্রথম যুগের অবিশ্বাস একেবারে নিখাদ; সুতরাং এখানে অবিশ্বাস প্রচণ্ডভাবেই অবিশ্বাস, বিদ্রোহের ~~স্বরূপ~~ বিদ্রূপ এবং তিক্ততা লইয়াই অবিশ্বাস — সে অবিশ্বাসে সংশয়ের দৌর্বল্য নাই; কিন্তু 'সায়ম' হইতে কবিচিত্তের অবিশ্বাস স্থানে স্থানে তাহার বিশুদ্ধির রৌদ্ররস এবং ওজোগুণ হারাইয়া ফেলিয়াছে; স্থানে স্থানে রুদ্রজটীর রক্ত পিঙ্গল জটাজালে সংশয়ের দোলা লাগিয়াছে। সংশয় আসলে দুর্বলতা, চিত্তকে কোথাও সে দৃঢ় ভূমির উপরে দাঁড় করাইতে পারে না, 'হ্যাঁ' এর দিকেও না, 'না' এর দিকেও না। দৃঢ়ভূমিতে যেখানে চিত্তের প্রতিষ্ঠা নাই কণ্ঠের সুর সেখানে বার বার বাধে লাগিয়া যাইবেই। এই জন্যই প্রথম যুগে যতীন্দ্রনাথ সংশয়ী কবি নন, প্রথম যুগে তিনি আপোষ বিহীন অবিশ্বাসী।"[১]

এবারে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত কাব্য তালিকা অনুসরণ করে দেখে নেওয়া যাক, সায়ম - এর আগের কাব্যগুলি কি কি?

মরীচিকা - ১৩৩০ ⟶ এইকাব্যের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলি:

মরুশিখা - ১৩৩৪

মরুমায়া - ১৩৩৭

সায়ম - ১৩৪৮

- বহ্নিস্তুতি
- ঘুমের ঘোরে
- হাট
- নব নিদাঘ
- মরকবি

১. বসুমতী পত্রিকা : ৩৩ বর্ষ : ২য় খণ্ড : কার্তিক-চৈত্র, ১৩৬১ : পৃষ্ঠা: ৬০৩

Scanned with CamScanner

বহ্নিস্তুতি: আগুনের প্রশংসা করে স্তুতি করছেন কবি।

কবিতার প্রথম লাইনেই বহ্নির স্বরূপটি কবি সনাক্ত করে বলছেন কবি। বলছেন: 'তপন তপ্ত, চির অতৃপ্ত, অনন্তরূপ বহ্নি!' এবার, 'শিবললাটিকা, প্রলয়ান্তিকা তুমি দীপশিখা তন্বী।' আগুনের একটি অত্যন্ত পরিচিত বিশেষণের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। সেই বিশেষণটি হল 'সর্বগ্রাসী', আগুন সবকিছুকেই গ্রাস করে নেয়। - প্রসঙ্গত, মহাভারতের খাণ্ডবদহন পর্বটিকে স্মরণ করা যেতে পারে। কবি সেই আগুনকে নতি স্বীকার করে প্রণাম করছেন। কবিতার প্রথম দুটি লাইন বা পংক্তিই তাই আগুনের বিশেষণ ময়। বিষয় মরুভূমিতে মরীচিকার প্রসঙ্গও এসেছে। - বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তর গ্রন্থের 'পতঙ্গ' প্রবন্ধের অনুষঙ্গ আসতে পারে যখন যতীন্দ্রনাথ বলেন: 'নিখিল বিশ্বে খুঁজে ফিরি তোমা যত পতঙ্গ সবে।' মানুষের মনের ভেতরে জ্বলে ওঠা আগুনের প্রসঙ্গে কবি বলছেন: 'মানব চিত্তে, আমার নৃত্যে, তোমারি সে টানাটানি।' - এতকিছু বলার পর কবি যতীন্দ্রনাথ আগুন -এর সাড়ম্বর উপস্থিতি লক্ষ্য করে জীবন ও জীবিকার নানা স্তরে। কয়েকটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক:

'জীবনে কি বনে, মাঝে মাঝে তুমি জ্বলে ওঠ দাবানলে
বক্ষে চক্ষে পেতেছ আসন তৃষ্ণার শতদলে।
... ... ... ...
দুটি মিল তুমিই মিলাও লোহায় লোহায় জুড়ে
চিতার ফুলকি উড়ে লাগে পুনঃ চিত্তের সত্তপুরে!'

কবিতার পরবর্তী অংশে বহ্নি তথা আগুন সম্পর্কে কবি যতীন্দ্রনাথের উপলব্ধি:

'আজ ভাবিতেছি তাই —
সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই।
মিলন বিরহ ভাব ও অভাব যোগ বিয়োগের কাজ
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভস্মের মহারাজ
বিভূতিভূষণ শংকর একা রহিবেন যেই কালে
তখনো কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাঁহারি ভালে;'

কবি যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম একটাই — ছাই। - তাঁর চোখে বিশ্বের পরিণতি: ভস্মের মহারাজ।'

এবারে আসা যাক 'ঘুমের ঘোরে' কবিতায়

প্রথম ঝোঁকে - এ যতীন্দ্রনাথ বন্ধুকে ডেকে বললেন:

'এস ত বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা;
তোমায় আমায় হয়ে যাক দুটো কাটাছাঁটা সোজা কথা।
কাব্য একটা হেঁয়ালি -
যত না নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি।'

নানা রঙের অভিজ্ঞতা এবার দৃষ্টান্ত হিসেবে আসছে:

এক. 'সেদিন বন্ধু, পথে পড়েছিনু, ছুটাইলে তুমি ঘোড়া
লোহা বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ব্যাণ্ডেজ হইল জোড়া।'

দুই. [দুঃখের স্বরূপ] - ভক্তের দৃষ্টিতে: দেখিছ যেটারে দুঃখ
'মন্তর করিয়া দেখ সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম।
মন্তর করিতে দুখ সুখ হল, সুখ হয়ে গেল দুখ
মোটের উপর বুঝিতে নারিনু লাভ হল কতটুক!'

কারণ কবি তাঁর সচেতন জীবনদৃষ্টিতে বিশ্বাস করেন:
'প্রাণের দুঃখ যায় না কিছুতে, আঁখি আসে জলে ভরে।

তিন. 'এ কাব্য মাঝে সেই তত সুখী, যার গায়ে যত কাঁটা।'

সকালবেলাকার সূর্যোদয়ের মুহূর্তকে আমরা বড়োই ভালোবাসি। সকালবেলার আলো আমাদের চোখে এসে পড়লে আমরা

Scanned with CamScan

নতুন দিনের সূচনা হিসেবে তাকে গ্রহণ করি। - এখানে যতীন্দ্রনাথের আমি এ প্রভাতে রবির কর : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতা মনে আসতেই পারে। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ কোন চোখে দেখছেন রবিকে? :

চার. 'কেন ভাই রবি, বিরক্ত কর? তুমি দেখি সব উঁচা
কিরণ মাঁজার হিরণ কাঠির কেন চোখে মারো খোঁচা।'

. . .          . . .

'তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক
শুধাই তোমায় কি আলো পেয়েছে অন্ধজনের চোখ?'

ঈশ্বর সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ বলছেন : ঈশা, মুশা আর বুদ্ধ
'কনফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ' - সকলেই মানুষকে বলেছে 'তোমাদেরি তিনি চান / উপায় পেয়েছি মুখ্য বেদনা নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ' - কিন্তু বাস্তবে কি দেখা গেল? যতীন্দ্রনাথ বলছেন:

পাঁচ. 'যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল
ভগবান চান আমাদেরি শুভ - একথা হইল ভুল।'

তাই কবির উপলব্ধি:

ছয়. 'থাক বা না থাক স্রষ্টা -
নিখিল বিশ্ব ঘুরে ঘুরে মরে তুমি তার চির দ্রষ্টা'

সাত. 'আমরা তোমায় ডাকি
যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই - আপনারে দিই ফাঁকি।'

প্রেম ও ধর্ম সম্পর্কে কবি যতীন্দ্রনাথের উপলব্ধি:
'প্রেম ও ধর্ম জাগাতে পারে না বারোটার বেশি রাতি।'

কবিতার প্রথম স্তবক কবি শেষ করছেন এই ভাবে:
'প্রেম বলে কিছু নাই
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।'

Scanned with CamScanner

6

কবিতার দ্বিতীয় ঝোঁকে বন্ধুকে কবি যতীন্দ্রনাথ আন্তরিক উপলব্ধির সুরে বলছেন:

'নিজ হাতে নিয়ে পারো কবিতারে যখন যা তা তুমি
একটি নিয়ম মানো তুমি, অর্থাৎ কোনো নিয়ম না মানা
এ দিকেই আমি যাই -
তার সাথে দেখা হবে পথে একা সহসা মন্ত্র নাই।'

এই দর্শনে কবি যতীন্দ্রনাথ সহজেই নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখতে পারেন। কবির ভাষায়:

অতঃপর 'যে কি হবে তা নিয়ে নাহিক চিন্তা লেশ
সহজ মন্ত্র আমার পক্ষে হইকালেরই সে শেষ;
কিংবা, চারিদিক দেখে চারিদিকে ঠেকে বুঝিয়াছি আমি তাই
নাকে কাঁদ বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই।
যদি বল তুমি, সুখদুখ নাই - দুটোই মনের ভ্রম
এত তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মেশানো ভ্রম!'

তাই কবিতার দ্বিতীয় ঝোঁক-এর শেষে বন্ধুর প্রতি কবির আন্তরিক অনুরোধ:

'চির নীরবতা চাই -
মোহই আমার, মাঝে মাঝে আর ঘুম ভাঙিও না ভাই।'

কবিতার তৃতীয় ঝোঁকে কবি যতীন্দ্রনাথ সুখের দিনের সুখের বর্ণনা করেছেন। বন্ধুকে বলছেন:

'আমার দুয়ারে এসেছ বন্ধু, সুখের পথ চিনে।'

সুখের দিনের ছবি কবির কাছে স্বপ্ন। - কবিতার তৃতীয় ঝোঁকে যতীন্দ্রনাথ তাই স্বপ্নের বর্ণনা দিচ্ছেন। সুখের পথের দুধারে তিনি দেখতে পাচ্ছেন ঘন ছায়া তরুশ্রেণি। পিক পাপিয়ার গানে পৃথিবী মুখরিত। ফুটন্ত পাওয়ার আগেই কোথা থেকে চলে আসছে নরম ফুলকো লুচি। তাই কবি বলছেন:

'হেন সুখের দিনে
খোস খবরটা শুনাব কাহারে বন্ধু গো তোমা বিনে?'

কিন্তু কবি যতীন্দ্রনাথের সুখস্বপ্নের অনুভূতি দুঃখের আঘাতে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি। এই পৃথিবীতে তার মনে হয়েছে সুখ অনন্ত নয়, মৃত্যু জরার যন্ত্রণা যেন সুখের দিনের আলোর পেছনে ওতপেতে অপেক্ষা করে থাকে সুযোগের অপেক্ষায়। এই পৃথিবীকে তাই যতীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে: 'প্রকাণ্ড এক ভাড়াটে মহল - মরণ আদায়কারী।' - [illegible] কবির উপলব্ধি,

'সহে না এ বেঁচে থাকা
শুধু পিতামহ'র আঙুলি হতে প্রতিধ্বনি মরে যাওয়া।'

কবিতার চতুর্থ স্তবক - এ কবি সুখ রূপ মিথ্যার ছবি আঁকতে গিয়ে হয়েছে ক্লান্ত। বিধ্বস্ত। - কবির তাই আন্তরিক অন্বেষণ: 'কে পারে নূতন গীতা -
কে শোনাবে এই সুখ সন্ন্যাস ঘোচাবার বিলাসিতা?
কোথা সে আগুনবানী -
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুঃখের নগ্ন মূর্তিখানি।'

কবিতার পঞ্চম স্তবক - এ তাই কবির একান্ত প্রার্থনা:

'নচেৎ মুক্তি দাও -
চারদিকে এই অসীমের সীমা একেবারে খুলে দাও।'

- এই উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুরকে নিজের দর্শনে প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন কবি যতীন্দ্রনাথ। - এমনটা আমাদের মনে আসতে পারে। পাশাপাশি কবির দৃঢ় প্রত্যয়:

'নাহি যদি প্রয়োজন
আমার মাথায় আকাশের ভেঙে পড়িবেনা গরজন।'

কবিতার ষষ্ঠ স্তবক - এ যেন কবির সেই একমাত্র বন্ধু নিজের স্বরূপ ও কবির প্রতিভার অবসান একেবারে পাল্টে ফেলেছে বলেই মনে করছেন কবি যতীন্দ্রনাথ। ষষ্ঠ স্তবক - এর শুরুতেই যতীন্দ্রনাথ বলছেন:

Scanned with CamScanner

(7) ‘কে ছাড়ে তরে, বন্ধুর দোরে পড়ে আছি দিয়া ধন্না
বন্ধু সেইহেতু নারেন চিনিতে, ফিরেও তো কথা কন্ না।’

কবিতার সপ্তম স্তবক-এ কবি যতীন্দ্রনাথ আন্তরিকতা অনুতাপের সুরেই বন্ধুকে বলছেন :

‘তন্দ্রা টুটিয়া সহসা আজি যে সন্দেহ মনে জাগে
হয়তো তোমায় বৃথা অনুযোগ করিয়াছি আগে ভাগে।
যাহা আছে যার, তাহা ছাড়া আর কি পারে পরে দিতে?’

অর্থাৎ কবির দর্শনে দুঃখের মধ্যেই সব কিছু আছে। তাই তিনি তার বন্ধুকে দুঃখ ছাড়া আর কীই বা দিতে পারেন?

Scanned with CamScanner